কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৬ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ❑ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৪ হিজরি

বিএডিসি'র পানাসি প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় অবস্থিত ভদ্রাবতী খাল

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি দখলদার, আগ্রাসী শোষকদের বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াই শুরু করে। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মবিসর্জন এবং দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি জাতি ৯ মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভ করে। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। এ বছর বিজয়ের ৫১ বছর পূর্তি হলো। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। যেকোনো দুর্যোগে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। বিশ্ব নানা সংকট ও ক্রান্তিকাল অতিক্রম করলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলিয়ে উঠার আগেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। বিশ্বের সকল জাতি কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি'র দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের মানুষ কৃষিপণ্য উৎপাদনে তৎপর হয়। এ কারণে খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ বিশ্বময়দানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের স্বনির্ভর অস্তিত্বের জন্য চলমান কর্মকাণ্ডে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। বিএডিসি'র সকলের দৃপ্ত প্রত্যয় ও নিরলস পরিশ্রম ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ হওয়ার অভিযাত্রায় শক্তিশালী সহায়ক সঙ্গী হবে মহান বিজয় দিবসে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত.....০৩
স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর.....০৪
লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আমন উৎপাদন হবে, দুর্ভিক্ষ হবে না: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী.....০৫
কৃষিসচিব ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এর যোগদান ০৬
সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে : নবযোগদানকারী বিএডিসি'র চেয়ারম্যান.....০৭
বিএডিসিতে প্রথমবারের মত অনলাইনে বীজ বিক্রয় কার্যক্রম শুরু.....০৮
বিএডিসি, সেভ দ্যা চিলড্রেন ও সূচনার যৌথ উদ্যোগে রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত.....০৯
বিএডিসি'র চার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত.....১০
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বিএডিসি'র জোন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন.....১১
বিএডিসিতে নবনিয়োগকৃত ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ১২
দেশে প্লান্ট টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ আলু উৎপাদন ১৩
বিএডিসি'র ট্যাগ অফিসারগণের কার্যক্রমে কৃষকদের সার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সার পরিবহণ ও সরবরাহে গতিশীলতা ফিরেছে ১৪
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি ১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কৃষি ভবনে সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বৃহদাকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। পরে তিনি কৃষি ভবনের ছাদে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান এ সময় মহান বিজয় দিবস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

বিজয় দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে এই দিনটি পালিত হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা, শেখ জামাল, শেখ কামাল, শেখ রাসেলসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও মহান আল্লাহর নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার নেক হায়াত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা। এদিন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে

বিজয় দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার উপর অনুষ্ঠিত আলোচনায় উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব না দিলে বাংলাদেশ কোন কালেই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতো না। দিনের পর দিন বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকতে হতো। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমস্ত স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ এমনকি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ মার্চের ভাষণের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। ৭ মার্চের ভাষণকে অমর ভাষণ হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির সঠিক পথের দিশারী। আর সেই পথকে আরো মসৃণ করতে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা। বাঙালি জাতিকে অনগ্রসরতা, পশ্চাৎপদতা, প্রতিবন্ধকতা ও সকল ধরনের ভ্রান্তির জাল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের পরিকল্পনা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত সেই মুক্তির আন্দোলনে বিএডিসির সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানান বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়। বিএডিসি'র আওতাধীন দপ্তরের মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে দোয়া ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভা

স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কেআইবি অডিটোরিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে (কেআইবি) অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে আধুনিক জ্ঞানপ্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটেছে কৃষিতে। স্বাধীনতার পর যেখানে ১ কোটি ১০ লাখ টন চাল উৎপাদন হতো, সেখানে এখন তা ৪ কোটি ৪ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। গম, ভুট্টা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও এসেছে ব্যাপক সাফল্য। এই সাফল্যের নায়ক হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর কারিগর হলেন দেশের কৃষিবিদ ও কৃষকেরা।

মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, দেশে সবচেয়ে কম পরিমাণ চাল আমদানি হয়েছে, তারপরও কোন রকম খাদ্য সংকট হয়নি। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভাল বলেই সংকট দেখা দেয়নি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রুহুল আমিন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য জনাব শাজাহান খান এমপি, সংসদ সদস্য জনাব ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

গাইবান্ধায় বিএডিসি'র অফিস ভবন উদ্বোধন

বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি'র গাইবান্ধা ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের তিনতলা অফিস ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের তিনতলা ভবনের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি।

এ সময় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ অলিউর রহমান, বিএডিসি বগুড়া অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব শহিদুল আলম, রংপুর অঞ্চলের প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব চিত্তরঞ্জন রায়, গাইবান্ধা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মৃদুল মোস্তাফিজ ঝন্টু, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব ওমর ফারুক রুবেল, সাধারণ সম্পাদক জনাব কামাল হোসেন, গাইবান্ধা প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব আবেদুর রহমান স্বপনসহ জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ।

এ সময় মাননীয় হুইপ জনাব মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি

বিএডিসি'র অফিস ভবন উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ

বলেন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে সেচ কার্যক্রমের কোন বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন এগিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হওয়ায় বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আমন উৎপাদন হবে, দুর্ভিক্ষ হবে না: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ সচিবালয়ে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমেনিকো স্কালপেলি (Domenico Scalpelli) এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আমন উৎপাদন হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, সারা দেশ থেকেই আমনের বাম্পার ফলনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমন একটি মূল ফসল। আমরা মনে করেছিলাম, শ্রাবণ মাসে মাত্র একদিন বৃষ্টি হয়েছে, কৃষকরা হয়ত ধান লাগাতেই পারবে না। উৎপাদন কমে যাবে। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আমনের আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আরেকটি বিষয়, অনেক নিচু এলাকায় অন্য বছর ধান লাগানো যেত না। কারণ বিলে পানি এসে ডুবে যায়। এ বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এই বিলের বা নিচের জমিতেও ধান লাগিয়েছে অনেকে। সবাই বলছে যে, স্মরণাতীতকালে সবচেয়ে ভালো ধান হয়েছে।

গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমেনিকো স্কালপেলি (Domenico Scalpelli) এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুমান করছে পৃথিবীতে একটি খাদ্য সংকট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটাকে বিবেচনায় নিয়েই সরকার কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে বলেছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ও গুরুত্বের সাথে কাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) সহযোগিতা করছে। গত ৬ বছর ধরে রোহিঙ্গাদের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন সেটিও বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মাধ্যমেই দেওয়া হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শেষে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি ডিরেক্টর ডমেনিকো স্কালপেলি বলেন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নেই। তবে ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, ইউকের মতো উন্নত দেশসহ সকল দেশকেই আগামী বছর খাদ্য নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বের সব দেশকেই গরীব মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বিএনপি বলছে আন্দোলন সমাবেশ করে সরকারের পতন ঘটাবে, শেখ হাসিনা পালাবার জায়গা পাবে না, পালাবার রাস্তা পাবে না। শেখ হাসিনা কি পালায়? উল্টো দেশে আসে। যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাঁকে দেশে আসতে দেবে না, আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে চাপ প্রয়োগ করি। আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসেছেন। বঙ্গবন্ধুও কোনোদিন এদেশ থেকে পালিয়ে যাননি। তিনি বলেন, প্রতিদিন বিএনপি বলছে শেখ হাসিনা পালাবার রাস্তা পাবে না। সরকারের কেউ পালাবে না। জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে এবং ইনশাআলাহ জনগণকে নিয়ে রাজনৈতিকভাবেই যত হুমকি আসুক আমরা সেটা মোকাবিলা করবো।

সরকারের মন্ত্রীরা ১০ ডিসেম্বরকে নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে ওইদিন দেশে যুদ্ধক্ষেত্র ঘোষণা করেছেন-বিএনপির এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের এ প্রেসিডিয়াম সদস্য বলেন, আমরা নির্বাচিত সরকার। আমাদের দায়িত্ব হলো দেশবাসীর, সব শ্রেণিপেশার মানুষের শান্তি নিশ্চিত করা, তাঁদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া। দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অনেক সুশৃঙ্খল, অনেক দক্ষ। তারা সক্ষমতা অর্জন করেছে, সংখ্যায়ও তারা অনেক বেশি। তারা এটা করবে। তার সঙ্গে আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী বা আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, আমাদেরও দায়িত্ব সরকারকে সমর্থন করা, সহযোগিতা করা। আমরা সেটি বলি।

কৃষিসচিব পদে জনাব ওয়াহিদা আক্তার এর যোগদান

কৃষি মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন জনাব ওয়াহিদা আক্তার। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। মন্ত্রণালয়ের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষি উৎপাদনের সাফল্যের কারণেই করোনা পরিস্থিতি, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ নানান বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দেশ অনেকটা স্বস্তিতে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ভাল হয়েছে বলেই দেশে সবচেয়ে কম পরিমাণ চাল আমদানি হওয়ার পরও কোন রকম খাদ্য সংকট হয় নি। এ বছর দেশে সরিষার রেকর্ড আবাদ হয়েছে, এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হবে।

নবনিযুক্ত কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষি উৎপাদন ও উন্নয়নে যে অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেটিকে শুধু অব্যাহত রাখা নয়, তাকে আরও বেগবান করতে কাজ করে যাব।

উলেখ্য, জনাব ওয়াহিদা আক্তার ১৩তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য। সচিব হিসেবে সদ্য পদোন্নতির আগে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিবসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সফলতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব ওয়াহিদা আক্তার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে কৃষি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তাঁর নিজ বাড়ি খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই ছেলে সন্তানের জননী। তাঁর সহধর্মী ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) পদে জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) পদে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব পদে বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক (বীজ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিয়োগ পান।

জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও কর্মজীবনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, প্রধান নির্বাহী কমকর্তা, জেলা পরিষদ এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমশিনার, রংপুর এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার ঘাটান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জনাব আব্দুর রহিম মিয়া এবং মাতার নাম মিসেস মাজেদা খাতুন। তাঁরা উভয়েই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ভূঞাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ১৯৮১ সালে ভূঞাপুর পাইলট হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৮৩ সালে ইবরাহীম খান সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা।

সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করে বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে : নবযোগদানকারী বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষিতে বিএডিসি'র অসামান্য অবদান রয়েছে। বিএডিসি সরাসরি কৃষকের সঙ্গে কাজ করে। বীজ, সেচ ও সার দিয়ে কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। এ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে আমি দেশের জন্য কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে কাজ করতে চাই। বিএডিসি'র সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এক সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে হবে।

গত ২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে বিএডিসি'র নবযোগদানকারী চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণে আমি আপ্লুত। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে বিএডিসি'র গুরুত্ব অনেক বেশি। আমি যেহেতু কৃষি মন্ত্রণালয়ে মহাপরিচালক (বীজ) হিসেবে কাজ করেছি সেহেতু এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিএডিসি'র মাধ্যমে দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। বিএডিসি'কে প্রায়োগিকক্ষেত্রে আমরা আরো সক্রিয় করতে কাজ করবো।

তিনি আরো বলেন, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে। সময়ানুবর্তী হয়ে দাপ্তরিক কাজ যথাসময়ে করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা পরিশ্রম করে যাবো।

উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) পদে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে যোগদান করেন। বিএডিসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব পদে বীজ অনুবিভাগের মহাপরিচালক (বীজ) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিএডিসি পরিবারের মেধাবী মুখ

বিএডিসি'র যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক (অডিট) জনাব মোঃ আল-আমিনের কন্যা তাসনিম জারিন আল-ভি ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বিএডিসি'র সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের গাড়ি চালক পদে কর্মরত জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এর কন্যা আমেনা আক্তার জুঁই ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জুঁই বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগে সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে কর্মরত জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এর কন্যা নুসরাত জাহান স্নেহা ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্নেহা বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বিএডিসিতে প্রথমবারের মত অনলাইনে বীজ বিক্রয় কার্যক্রম শুরু

কৃষক, বীজ ডিলার, উদ্যোক্তা ও জনসাধারণের নিকট সহজে বীজ আলু পৌঁছে দিতে গত ১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে অনলাইনে বীজআলু বিক্রয় শুরু করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

এ কার্যক্রমের আওতায় চাষি, বীজ ডিলার ও উদ্যোক্তাগণ সানসাইন বীজআলু 'ক্যাশ অন ডেলিভারি'তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও কিনতে পারবেন। ৫ টন বা তার বেশি পরিমাণ বীজ নিলে বীজ ক্রেতার নিকটবর্তী বিএডিসি হিমাগারে পৌঁছে দেওয়া হবে। ক্যাশ অন ডেলিভারী ও বীজ পৌঁছে দেওয়া উভয়ক্ষেত্রে ৫০% টাকা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। কমপক্ষে ৪০ কেজি বীজের অর্ডার দেওয়া যাবে।

আগ্রহী চাষিরা নিকটস্থ হিমাগারে যোগাযোগের পাশাপাশি মোবাইল ফোন করে অথবা 'আলুবীজ প্রকল্প, কৃষিভবন, বিএডিসি, ঢাকা' শীর্ষক ফেসবুক পাতায় ঠিকানাসহ মন্তব্য ও ম্যাসেজ (বার্তা) দিয়েও বীজআলু ক্রয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা পেতে পারেন।

এ ব্যাপারে বিএডিসি'র আলুবীজ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবীর হোসেন বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের কারণে বীজ ডিলার ও কৃষকদের নিকট প্রযুক্তির ছোঁয়া পৌঁছে গেছে। ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সহযোগী হিসেবে বিএডিসি সরকারের নির্দেশনায় কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সহজলভ্য উপায়ে এবং দ্রুততম সময়ে নতুন রপ্তানিযোগ্য উচ্চফলনশীল আলুর বীজ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এই অনলাইন বীজ বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে। এতে একদিকে যেমন কৃষক উপকৃত হবে অন্যদিকে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি আলু রপ্তানি করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন।

উল্লেখ্য, বিএডিসি'র উচ্চফলনশীল , রপ্তানিযোগ্য এবং শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর নতুন জাতসমূহের মধ্যে বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন), বিএডিসি আলু-৩ (সান্তানা) বিএডিসি আলু-৭ (কুইনএ্যানি), বিএডিসি আলু-৮ (লেবেলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল আলুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে

উচ্চফলনশীল, রপ্তানিযোগ্য ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন)

রয়েছে: নেদারল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত; রোগমুক্ত; সর্বোচ্চ ফলন (৪০-৪৩ মে. টন/হেক্টর); বাহ্যিক অবয়ব উজ্জল ও আকর্ষণীয়; রপ্তানিযোগ্য ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য; ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৩ মাস ভালভাবে সংরক্ষণ উপযোগী।

সানসাইন বীজ আলুর কেজি প্রতি মূল্য এ গ্রেড: ৩৩ টাকা, বি গ্রেড: ৩২ টাকা, আন্ডার সাইজ: ৩৩ টাকা, ওভার সাইজ: ২৪ টাকা।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে কৃষকরা নিকটস্থ হিমাগারে সরাসরি যোগাযোগের পাশাপাশি নিচের নম্বরগুলোতেও যোগাযোগ করতে পারবে। দত্তনগর হিমাগার (চুয়াডাঙ্গা): ০১৭১৪০৩৬৩৯৮, কাশিমপুর হিমাগার (গাজীপর): ০১৭১৮১৫১৬৪৫, রাজশাহী হিমাগার: ০১৭১২৬৩৭৩২১, উল্লাপাড়া হিমাগার (সিরাজগঞ্জ): ০১৭১৫০৩৪৮২৭, বারাদী হিমাগার (মেহেরপুর): ০১৭১১৫৭৪৩৩৮, মুন্সিগঞ্জ হিমাগার: ০১৭১৬৭১৫৮৫৫, গোপালগঞ্জ হিমাগার: ০১৭১২৬৫৬০৫০, ফরিদপুর হিমাগার: ০১৯১৩৩৯০০২১, বরিশাল হিমাগার: ০১৭৪০৬১১৯০৬, যশোর হিমাগার: ০১৭১৮৪৬০২৮০, পঞ্চগড় হিমাগার: ০১৭১২৪২৪৮৫১, রংপুর হিমাগার: ০১৭১২২৭৬১৭৭, ঠাকুরগাঁও হিমাগার: ০১৭১৮৬৩২০৩৩, চাঁদপুর হিমাগার: ০১৭৪৯৭৪০৯৯৯।

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যানের কৃষি ভবনের গ্রন্থাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনে অবস্থিত গ্রন্থাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। এ সময় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যতিক্রমী নজরুল গবেষক জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ গ্রন্থাগার ঘুরে দেখেন এবং সংরক্ষিত মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বিএডিসি'র এই গ্রন্থাগার অনেক সমৃদ্ধ। দেশ ও বিদেশের এমন মূল্যবান গ্রন্থ ও দলিল এখানে রয়েছে যা যেকোনো জ্ঞানান্বেষীকে বিস্মিত করবে।

তিনি বঙ্গবন্ধু কর্নারে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং গ্রন্থাগারের পরিদর্শন বইয়ে অভিমত লেখেন।

জনসংযোগ বিভাগের অধীন বিএডিসি'র গ্রন্থাগারে বহু দুর্লভ পুস্তক, দেশ-বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকা-সাময়িকীসহ কৃষি, বিজ্ঞান সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, আইন, অর্থনীতি ও দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের দুষ্প্রাপ্য বই-পত্র রয়েছে।

বিএডিসি, সেভ দ্যা চিলড্রেন ও সূচনার যৌথ উদ্যোগে রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত

গত ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং সূচনা এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সম্মেলন কক্ষে একটি রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেভ দ্যা চিলড্রেন, সূচনা, বিভিন্ন বেসরকারি বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং বিএডিসি'র বিভিন্ন স্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং সূচনা এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ রিভিউ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেভ দ্যা চিলড্রেন, সূচনা এবং বিভিন্ন বেসরকারি বীজ কোম্পানির প্রতিনিধিরা জানান, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তায় বিএডিসির ভূমিকা চোখে পড়ার মত। দেশের কৃষকদের নিকট বিএডিসির বীজ একটি ব্র্যান্ড হিসেবে গণ্য। বিশেষ করে মানসম্পন্ন সবজি বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএডিসির সবজি বীজ অত্যন্ত সমাদৃত। তবে সবজির পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে অধিকাংশ জনগণ এখনো সচেতন নয়। ফলে দেশের জনগণ এখনো পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এ জন্য জনগণের মধ্যে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং সূচনা বিএডিসির সাথে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আলোচনা থেকে জানা যায়, বিএডিসি বর্তমানে ২৭ প্রকারের সবজি বীজ উৎপাদন করে থাকে। এর মধ্যে চারটি হাইব্রিড জাতীয় সবজি বীজ ফসলের। দুইটি সবজি বীজ উৎপাদন খামার এবং কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের মাধ্যমে সবজি বীজ উৎপাদন করা হয়ে থাকে। উৎপাদিত বীজ দেশের চাষিদের চাহিদার তুলনায় লক্ষ্যণীয় পরিমাণ না। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্থা প্রধানের উদ্যোগে প্রতি বছর সবজি বীজ উৎপাদনের পরিমাণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সভায় পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে বিএডিসি কর্তৃক বাজারজাতকৃত সবজি বীজের প্যাকেটে ফসলের পুষ্টি গুণাগুণ জাতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ কোন সবজিতে কী ধরণের পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে তা সন্নিবেশ করা হলে আমাদের দেশের জনগণ বিষয়টির উপর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। কৌশলটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং যুগোপযোগী বলে সভায় বক্তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, দেশের কৃষির ক্ষেত্রে বিএডিসির ভূমিকা অনস্বীকার্য। খ্যাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার বিএডিসির কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করে চলেছে এবং সরকারের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, বিএডিসি উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের ন্যায় সবজি বীজের গ্রহণযোগ্যতা কৃষক পর্যায়ে অত্যধিক হওয়ায় এর কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ ও বেগবান করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো উদ্যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে বিএডিসি'র সেলস সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের সহায়তা কামনা করেন।

তিনি বলেন, সবজি বীজের প্যাকেটে শুধু পুষ্টিমান সম্পর্কে সন্নিবেশ করলেই চলবে না বরং এটাকে আরো কর্যকর করার জন্য বীজ ডিলারদেরও ভূমিকা নিতে হবে। কৃষকদের নিকট বীজ বিক্রির সময় ডিলাররা পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে তুলে ধরলে প্রয়াসটি অধিক কার্যকর হবে।

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

বিএডিসি'র চার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিদায়ি অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চার (৪) জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা গত ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কৃষি ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ি অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব হরপ্রসাদ সুতার।

বিদায় সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিদায়ি অতিথিবৃন্দ সংস্থায় তাঁদের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। বাকি জীবন সুস্থ থেকে সম্মানের সঙ্গে যাপনের ব্যাপারে বিদায় গ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ উপস্থিত বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, বিদায়ি চার সহকর্মী তাঁদের সর্বোচ্চ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে বিএডিসি তথা দেশ ও জাতির সেবা করেছেন। তাঁরা দুর্দিনে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিকে গুরুত্ব দিয়ে বিএডিসি পুনর্গঠন করেছেন বলেই দুর্দিন থেকে বিএডিসি'র আজ সুদিন এসেছে।

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) জনাব হরপ্রসাদ সুতারকে ক্রেস্ট দিচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরো বলেন, যাঁরা আজ বিদায় নিচ্ছেন তাঁদের মিছিলে শিগগিরই আমি যোগদান করবো। ধীরেন আমার সহপাঠী এবং বাকি তিনজন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার বড় ভাই। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁরাও আমাকে অত্যন্ত ভালোবেসে সহযোগিতা ও সমর্থন করেছেন। তাঁরা আরো কিছু সময় কর্মজীবনে থাকলে বিএডিসি'র ভালো হতো। আমরা সারাজীবন শিখি। ৫৯-৬০ বছরে যখন শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় সে সময় আমাদের অবসর নিতে হয়।

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথকে উপহার দিচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান

অবসরজনিত বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহকে উপহার দিচ্ছেন সংস্থার চেয়ারম্যান

অবসরপ্রাপ্ত চার জন কর্মকর্তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং উজ্জ্বল ছিলেন তাঁরা। বিএডিসি'র প্রতি তাঁদের অপার ভালোবাসা, অকৃত্রিম দরদ ছিল। তাঁদের প্রতি আমরা ঋণী।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বিএডিসি'র জোন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন

গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা গ্রামে বিএডিসি'র অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত জোন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করলেন সংস্থার সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা গ্রামে অবস্থিত নবনির্মিত বিএডিসি'র জোন অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার

উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ) জনাব সুলতান আহমেদ, উপপ্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব পংকজ কর্মকার, যুগ্ম পরিচালক (বিপ্রকে) জনাব মোঃ হাসমত আলী মিঞা, উপপরিচালক (আলুবীজ) জনাব দিপংকর রায়, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আজিজুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মো: তারেক ইয়াসিন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ আবুল বসার খায়ের, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ সাইফুল ইসলাম, টুঙ্গিপাড়া উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মীর কামরুজ্জামান কবির এবং বিএডিসি'র টুঙ্গিপাড়া জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব বিকাশ দাস প্রমুখ।

মানিকগঞ্জে বিএডিসি'র নবনির্মিত অফিস ভবন এবং সাজাপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বিএডিসি'র বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর মাধ্যমে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় নবনির্মিত বিএডিসি শিবালয় ইউনিট অফিস এবং তেওতা ইউনিয়নের ৬০০ বিঘা জলাবদ্ধ অনাবাদি জমিতে চলতি মৌসুমে বোরো আবাদের লক্ষ্যে সাজাপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

মানিকগঞ্জে বিএডিসি'র নবনির্মিত অফিস ভবন এবং সাজাপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন শেষে শিবালয় প্রান্তে ফটোসেশন

ভিডিও কনফারেন্সে উদ্বোধনকালে শিবালয় প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, শিবালয় উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব রেজাউর রহমান খান (জানু), মানিকগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব সানোয়ারুল হক, বিএডিসি'র গাজীপুর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব কাজী ফারুক হোসেন, শিবালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান, প্রকল্প দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আছিয়া খাতুন, বিএডিসি মানিকগঞ্জ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব তিতাস, শিবালয় উপজেলা প্রকৌশলী ও কৃষি অফিসার, তেওতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রমুখ। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি মানিকগঞ্জের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষকবৃন্দ, ঠিকাদার প্রতিনিধি এবং এলাকাবাসী।

বিএডিসিতে নবনিয়োগকৃত ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)তে ৯ম গ্রেডে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৮ জন কর্মকর্তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ সমাপ্ত হয়। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলীতে অবস্থিত বীজ পরীক্ষাগারে গত ৩০ নভেম্বর সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে অবস্থিত। অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ চলায় প্রথমবারের মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত বিএডিসি বীজ পরীক্ষাগারে আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শুরু হয়ে ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত চলে।

জাতির পিতার সমাধি ও প্রতিকৃতিতে বিএডিসি সিবিএ এর নবনির্বাচিত কমিটির শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিএডিসি সিবিএ এর নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ফাতিহা পাঠ করেন

বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (বি-১৯০৩) সিবিএ'র নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী হায়দর ফয়সল এর নেতৃত্বে নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ শতাধিক কর্মচারীসহ গত ৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

একই দিনে সিবিএ'র নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতিহা পাঠ করেন।

সিবিএ নেতারা এ সময় বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জননেতা ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি'র সুদক্ষ নেতৃত্বে অর্পিত দায়িত্ব পালনসহ কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার শপথ গ্রহণ করেন।

সিবিএ'র প্রচার সম্পাদক জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন মাসুমের পাঠানো এক বার্তা থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

দেশে প্লান্ট টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ আলু উৎপাদন

নীলফামারীর ডোমারে অবস্থিত বিএডিসি'র ভিত্তি আলু বীজ উৎপাদন খামারে কর্মরত শ্রমিকরা

উত্তরের জেলা নীলফামারীতে বিশাল আকারের ডোমার ভিত্তি আলু বীজ উৎপাদন খামারে নানা জাতের অনুচারা, ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ আলু লাগানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। এ মৌসুমে আলু বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ হিসাবে মোট ৫টি টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরিতে টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ১৮টি জাতের ১৪ লাখ অনুচারা উৎপাদন করে পরবর্তীকালে হার্ডেনিংয়ের মাধ্যমে মিনিটিউবার উৎপাদনের লক্ষ্যে সেগুলোকে প্রায় ১৭ একর জমিতে রোপণ করার কাজ চলছে। এ ছাড়া নেট হাউজের মাধ্যমে আরো ১৩৮.৬৩ একর জমিতে মিনিটিউবার, প্রাক ভিত্তি ও ভিত্তি আলু বীজও রোপণ করা হচ্ছে।

খামার সূত্রে জানা যায়, আলুর মাতৃ গাছ থেকে মেরিস্টম সংগ্রহ করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুচারা তৈরি করা হয়। সেই অনুচারা থেকে মিনিটিউবার, প্রাক ভিত্তি ও ভিত্তি আলু বীজের মাধ্যমে মোট ৪ ধাপে ৪ বছরে প্রত্যয়িত বীজ তৈরি হয়। ৭৫ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে হামপুলিং ও কিউরিং করে মিনিটিউবার আলু বীজ পাওয়া যায়। আগামী উৎপাদন মৌসুমে এবারের উৎপাদিত মিনিটিউবার দিয়ে প্রায় দেড় শত একর জমিতে বীজ রোপণ করা যাবে। ১৪ লাখ অনুচারা থেকে ৪ ধাপ শেষ করে মোট ৭৫ হাজার টন প্রত্যয়িত আলু বীজ পাওয়া যাবে। যা বিএডিসি বীজ ডিলারদের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিদের মাঝে সরবরাহ করা হবে। বর্তমানে আলু বীজ রোপণের এই কাজে প্রায় ৬০০ শ্রমিক কাজ করছেন। এরা ৬ মাস ধরে এখানে কাজ করবে।

ডোমার ভিত্তি আলু বীজ উৎপাদন খামারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আবু তালেব মিঞা বলেন, প্রতি বছর দেশে উৎপাদিত আলুর উদ্বৃত্ত অংশ পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই। উদ্বৃত্ত আলু যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য আমরা রফতানিমুখী আলু বীজ উৎপাদনের চেষ্টা চালাচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা বিএডিসির মাধ্যমে গত ৩ বছর থেকে আলু রফতানি শুরু করেছি। এ মৌসুমে ১৫ হাজার মেট্রিক টন আলু রফতানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১৮টি উৎপাদিত আলু বীজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সানশাইন, এস্টরিক্স, কুইন অ্যানি, সানতানা, কার্ডিনাল, ডায়ামন্ট, কারেজ, কুমবীকা, লেবেলা, প্রাডা প্রভৃতি।

সংকলিত :
সময়নিউজ ডট টিভি
তারিখ : ৩০ নভেম্বর ২০২২

বিএডিসি'র মাধ্যমে ৩ কোটি টাকার কৃষি প্রণোদনা পাচ্ছেন ৪৬ হাজার কৃষক

বগুড়া জেলায় সাতটি ফসলের জন্য এবার সাড়ে ৩ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। জেলার ৪৬ হাজার ২৩০ জন কৃষকের মধ্যে প্রণোদনা হিসবে সার ও বীজ বিতরণ করা হবে। এ প্রণোদনার উপকরণ বীজ ও সার অবিলম্বে বিএডিসির মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, এ উপকরণের জন্য ব্যয় হবে ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৯৩ হাজার ১০০ টাকা। প্রণোদনার উপকরণ ক্রয় করে বিএডিসি'র মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক এনামুল হক।

সংবাদমাধ্যম বাসসের নিকট এ কৃষি কর্মকর্তা আরো জানান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগডাল, মশুর ডাল উৎপাদনের জন্য প্রণোদনা দেয়া হবে।

গম উৎপাদনের জন্য ১০ হাজার বিঘা জমির জন্য (প্রতি বিঘাতে) কৃষক পাবেন ২০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার। ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে ৪৫০০ বিঘার বা সমপরিমাণ জমির জন্য জনপ্রতি ২ কেজি করে বীজ, ২০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবেন। সরিষা উৎপাদনের জন্য চাষিরা ৩০ হাজার ৫০০ বিঘার বা সমপরিমাণের জন্য ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ১০ কেজি করে এমওপি সার পাবেন বলে জানা গেছে।

বাসস জানায়, ১২০ বিঘা বা সমপরিমাণ জমির জন্য সূর্যমুখী চাষে ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি করে এমওপি সার দেয়া হবে। একইভাবে ৪১০ বিঘা শীতকালীন পেঁয়াজের জন ৪১০ জন কৃষককে দেয়া হবে জনপ্রতি ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ১০ কেজি করে এমওপি সার।

বাসসে প্রকাশিত সংবাদ থেকে আরো জানা যায়, ৫০০ বিঘা মুগডাল চাষের জন্য জন প্রতি ১০ কেজি ডিএপি সার ও ৫ কেজি এমওপি সার দেয়া হবে। ২০০ বিঘা মশুর ডালের জন্য জনপ্রতি দেয়া হবে ৫ কেজি করে বীজ, ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ৫ কেজি করে এমওপি সার।

সংবাদ সূত্র: বাসস।

বিএডিসি'র ট্যাগ অফিসারগণের কার্যক্রমে কৃষকদের সার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সার পরিবহণ ও সরবরাহে গতিশীলতা ফিরেছে

এ. এস. এম. মিজানুর রহমান, সহকারী পরিচালক ও প্রাক্তন ট্যাগ অফিসার, মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা

কৃষকদের নিকট যথাসময়ে চাহিদা মোতাবেক সার পৌঁছানের জন্য গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ এক দাপ্তরিক আদেশে সারের বিভিন্ন লোডিং পয়েন্টে সুষ্ঠুভাবে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পুলের ১০ জন কর্মকর্তা'কে ট্যাগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাদের কার্যক্রম ৩৪ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তীকালে ১০ অক্টোবর ২০২২ ও ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে নতুন ১০ জন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তন্মধ্যে আমি মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা অঞ্চলে ট্যাগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাই এবং গত ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখ হতে ১০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত একটানা ৫২ দিন দায়িত্ব পালন করি।

দায়িত্ব পালনের শুরুতে সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় এবং যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, চট্টগ্রাম মহোদয়গণের নির্দেশনা মোতাবেক মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ লোডিং পয়েন্টের প্রতিষ্ঠানের সকল প্রতিনিধিকে সারের বস্তায় ওজনে কম ও চাকা দেওয়া সার বিএডিসি'র বিভিন্ন গুদামে সরবরাহ না করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদানসহ সকল ভান্ডার কর্মকর্তাকে এ ধরনের সার গ্রহণ না করে ট্রাকসহ ফেরত পাঠানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মুক্তারপুর, মুন্সীগঞ্জ ঘাটের তিনটি প্রতিষ্ঠানের ডাম্প অবস্থায় মজুদ করা বিভিন্ন সারের পরিমান গ্রহণসহ ঘাটে ও নদীতে নোঙ্গর করা লাইটারের (হালকা জাহাজ), মাদার ভেসেল (মাতৃজাহাজ) ও সারের প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কৃষি ভবনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সচিত্র তথ্য প্রদান করা হয়।

ডাম্প অবস্থায় মজুদ ও খালাসকৃত সারের ব্যাগিং কার্যক্রমে প্রতিটি বস্তার ওজন নিশ্চিতকরণের জন্য ট্যাগ অফিসারগণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সারের বস্তার ওজন নিশ্চিতের বিষয়ে ট্যাগ অফিসারগণ এতটাই সচেতন ছিলেন যে, কোন বস্তায় ওজন কম পাওয়া গেলে সাথে সাথে তা রি-ব্যাগিং করা হয়।

লরি চালান ইস্যুপূর্বক বিএডিসি'র বিভিন্ন গুদামে সরবরাহকৃত সার সংশ্লিষ্ট গুদামে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন গুদাম পরিদর্শনসহ ভান্ডার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে জিপিএস ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ করা হয় এবং সকল ছবি ও তথ্যসমূহ বিএডিসি'র নিয়ন্ত্রণ কক্ষে সরবরাহ করা হয়।

ট্যাগ অফিসারগন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শতভাগ সচেষ্ট ছিলেন এবং নিরলস তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

বিএডিসি'র সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মহোদয়ের সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা ও যুগোপযোগী নির্দেশনায় ট্যাগ অফিসারগণের কার্যক্রমে সারের বস্তার ওজন ও সারের গুণগতমান নিশ্চিতসহ সার পরিবহণ ও সরবরাহে অভূতপূর্ব সফলতা ও গতিশীলতা এসেছে। ফলে কৃষকদের সার প্রাপ্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।

ট্যাগ অফিসারদের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন পরিদর্শন করে কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি'র পরিদর্শন টিম সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিএডিসি কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর লোডিং পয়েন্টে লাইটার জাহাজে সারের ওজন ও ব্যাগিং কার্যক্রম পরিদর্শন

পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক

*অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ও মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) এর চলতি দায়িত্ব, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মোজাম্মেল হককে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

*অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস) এর চলতি দায়িত্ব, আলু বীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব সুব্রত কুমার কর্মকারকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

*অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার) এর চলতি দায়িত্ব ও প্রকল্প পরিচালক, খামার বিভাগ ও বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান উন্নয়ন জাতীয় ফসল সরবরাহ প্রকল্প, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মাসুদ আহমেদকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীপ্রস) এর চলতি দায়িত্ব, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব রিপন কুমার মন্ডলকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মপরিচালক

*যুগ্মপরিচালক এর চলতি দায়িত্ব, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব মোঃ মজিবর রহমান খানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (ক.গ্রো.), বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত জনাব উৎপল কুমার সাহাকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব দেলাওয়ার হোসেনকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, দিনাজপুরে কর্মরত জনাব তপন কুমার সাহাকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*উপব্যবস্থাপক (খামার), খামার বিভাগ, বিএডিসি ঢাকায় কর্মরত জনাব হোসনে আরা বেগমকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব খগেন্দ্র চন্দ্র রায়কে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*উপব্যবস্থাপক (উদ্যান), উদ্যান উন্নয়ন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*উপব্যবস্থাপক (বীবি), বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত ড. মোঃ মাহবুবুর রহমানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*উপপরিচালক (আলু বীজ), বিএডিসি, গাবতলী, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

* উপপরিচালক (বীবি), বিএডিসি, পাবনায় কর্মরত জনাব মোঃ মহিবুর রহমানকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

*অফিস সহায়ক, নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোসাঃ রেখা আক্তারকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, উপপরিচালক (টিসি) এর দপ্তর, বিএডিসি, কুষ্টিয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ শামীম রেজাকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, উপপরিচালক (খামার) এর দপ্তর, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব আরশেদ আলীকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, পাথিলা বীজ বর্ধন খামার, দত্তনগর, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুল বিশ্বাসকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোসাঃ ইয়াছমিন আক্তারকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, পরিবহন শাখা, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব হারুন অর রশিদকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ কামরুল হাসানকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, যুগ্মপরিচালক (সার) এর দপ্তর, বিএডিসি, কুষ্টিয়ায় কর্মরত জনাব মোঃ সাব্বির হোসেনকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*ট্রাক সহকারী, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), কুমিল্লা দপ্তরের বিপরীতে সচিব মহোদয়ের দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব আরিফ হোসেনকে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ভান্ডাররক্ষক (স্টোরকিপার)

*নিরাপত্তা প্রহরী, বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ফেনীতে কর্মরত জনাব মোঃ মজিবুর রহমানকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, সহকারী পরিচালক (সার) এর দপ্তর, বিএডিসি. মেলান্দহ, জামালপুরে কর্মরত জনাব ইউসুফ আলীকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সহকারী পরিচালক (সার) এর দপ্তর, বিএডিসি, বগুড়ায় কর্মরত জনাব সাজেদুল ইসলামকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে) এর দপ্তর, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত জনাব মোঃ হাসানকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সদস্য পরিচালক (সার ব্যস্থাপনা) এর দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব হেমায়েত উদ্দীনকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, উপপরিচালক (ক.গ্রো.) এর দপ্তর, বিএডিসি, জামালপুরে কর্মরত জনাব মোঃ শামীম হোসেনকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*ট্রাক সহকারী, উপপরিচালক (বীপ্রকে) এর দপ্তর, বিএডিসি, ফরিদপুরে কর্মরত জনাব মোঃ ইয়াসিন শেখকে ভান্ডাররক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাশিয়ার

*অফিস সহায়ক, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
নিরাপত্তা প্রহরী, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, শেরপুরে কর্মরত জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, বিএডিসি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মধুপুর, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব মোঃ মনসুর আলীকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব আব্দুস শুকুর খানকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আমিনুল ইসলামকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, যুগ্মপরিচালক (খামার) এর দপ্তর, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহে কর্মরত জনাব মোঃ হায়দার আলীকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল এর দপ্তর, বিএডিসি, কুমিল্লায় কর্মরত জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেনকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সমন্বয় বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মুহাঃ আব্দুল কাইয়ুমকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সওকা সার্কেল এর দপ্তর, বিএডিসি, যশোরে কর্মরত জনাব মোঃ মিলন হোসেনকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আরিফুল ইসলামকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, আইন বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব জাকির হোসেনকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*নিরাপত্তা প্রহরী, উপপরিচালক (বীবি) এর দপ্তর, বিএডিসি, টাঙ্গাইলে কর্মরত জনাব সুজন চন্দ্র সরকারকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*অফিস সহায়ক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) এর দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ইব্রাহিমকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*চেইনম্যান, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব প্রতাপ কুমার বৈদ্যকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*চেইনম্যান, নির্মাণ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত জনাব ফাহিম ফয়সালকে ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

*কেয়ারটেকার কাম কুক, বীজ উৎপাদন খামার, টেবুনিয়া, পাবনায় কর্মরত জনাব মোঃ ফজলুর রহমানকে সহকারী ক্যাশিয়ার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

শোকবার্তা

মোঃ আবুল কাশেম

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, কুমিল্লা দপ্তরে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আবুল কাশেম শারিরীক অসুস্থতার কারণে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। চাকরিকালে তিনি সক্রিয়ভাকে তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত।

মোঃ রমজান আলী

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের গাড়িচালক জনাব মোঃ রমজান আলী (৫৯) গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সোমবার দুপুর ২.০০ ঘটিকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। চাকরিকালে তিনি সক্রিয়ভাকে তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্ত্রী-সন্তানসহ আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত বিএডিসি পরিবার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক আল্লাহর নিকট মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করছে।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

মাঘ মাস

বোরো ধান: বোরো ধান রোপণের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় 'কোল্ড ইনজুরি' হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ান্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভু-গর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরুপে জমি তৈরী করে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রিধান ২৮, ব্রি ধান-২৯, ব্রি ধান-৪৫, ব্রিধান-৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার এক সাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানি দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম: গমের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজনবোধে সেচে ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলু: আলুর জমিতে এ সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলুর নাবী ধসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজি: শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের দ্বিতীয় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপণ এ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগাতে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাস বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামি গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়মমাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।

এ মাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরী করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপন করতে হবে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে দিগন্ত বিস্তৃত সরিষা ক্ষেত পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি

বিএডিসি'র মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়নের বলদাচকের খাল পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ এবাদুল করিম এমপি

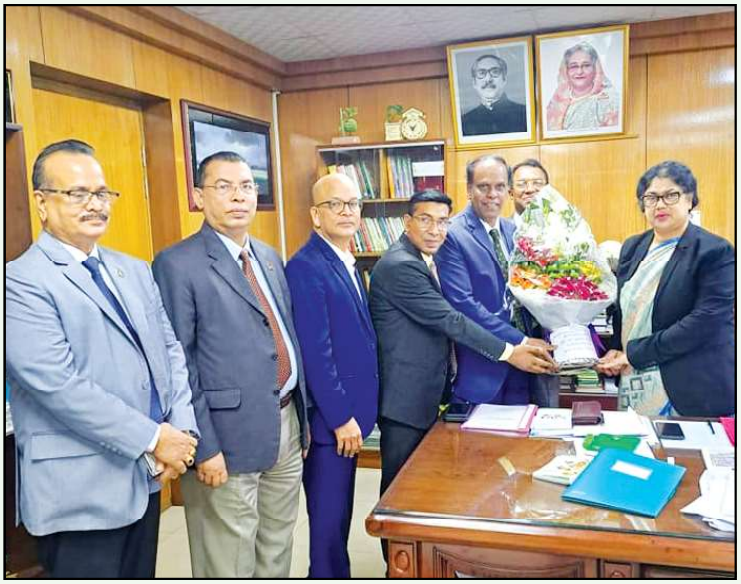

নবযোগদানকারী কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনের ছাদে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।